মোনঘর শিশু সুরক্ষা নীতি

(আগস্ট ২০১৫ সালে মোনঘর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত)

মোনঘর এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম :

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে গঠিত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সর্ববৃহৎ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হলো মোনঘর। এক দল সমাজ হিতৈষী বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক ১৯৭৪ সালে মোনঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিগত চার দশক ধরে এ অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির প্রায় ৪০০০ অনাথ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু মোনঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে বিনা খরচে অথবা অত্যন্ত হ্রাসকৃত মূল্যে লেখাপড়া করার সুযোগ লাভ করেছে।

আমাদের সমাজে শিশুরা একদিকে যেমন সবচেয়ে অসহায়, তেমনি তারাই ভবিষ্যতের রূপকার হতে পারে - এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র ও নি:স্ব শিশুদেরকে শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই মোনঘর প্রতিষ্ঠা।

শিশুরাই মোনঘরের মূল প্রাণ। তাদের সুখ-দু:খ, আবেগ-অনুভূতির প্রতি সবার সুদৃষ্টি প্রয়োজন। তাই মোনঘরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের কায়িক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে এবং সামাজিক মূল্যবোধ অর্জনে সহায়তা করতে হবে। এ লক্ষ্যে মোনঘরকে এমন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে যাতে তারা সহনশীলতা, দয়া-মমতা, অসাম্প্রদায়িকতা, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ-এসব মানবিক গুণাবলী অর্জন করে মানুষ হতে পারে। একইভাবে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে তারা মোনঘরে এসে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমেও এসব মূল্যবোধ শিখতে পারে।

মোনঘর যে বিশ্বাস থেকে তার কার্যক্রম ও সেবা পরিচালনা করে আসছে তা বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ করুণা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, একতা ও শান্তি ধারণার সাথে গভীরভাবে গ্রোথিত। এক কথায়, অহিংসা নীতির মাধ্যমে মোনঘর তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়; এটা ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বটে।

বর্তমানে মোনঘরে প্রায় ১৩৬৫ জন্য ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা লাভ করছে। তাদের মধ্যে ৮০৭ জন আবাসিক হিসেবে এবং বাকীরা আশেপাশের এলাকা থেকে অনাবাসিক হিসেবে পড়ালেখা করছে। মোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৪৬% ছাত্রী। মোনঘরের সকল ছাত্র-ছাত্রী প্রায় বিনামূল্যে অথবা সর্বোচ্চ ভূর্তুকি নিয়ে (কম করে হলেও ৫০%) শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল এলাকা থেকে শিশুরা মোনঘরে ভর্তির জন্যে এসে থাকে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫টি উপজেলা থেকে এগারটি জাতিগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রী মোনঘরে লেখাপড়া করছে।

মোনঘর শিক্ষার পাশাপাশি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বর্তমানে বিভিন্ন কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেগুলো নিচে তুলে ধরা হল:

• *মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয় :*

বিদ্যালয়টি মোনঘর কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে আবাসিক ও অনাবাসিক মিলে মোট ১৩৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করছে।

• *মোনঘর আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ কর্মসূচী :*

এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা। বর্তমানে পাঁচটি আদিবাসী ভাষার শিক্ষাক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সকল আদিবাসীর ভাষা এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। এছাড়াও এখানে শিশুদের সাংস্কৃতিক দল রয়েছে এবং নিয়মিতভাবে স্কুল ম্যাগাজিন, গবেষণা পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়।

• ***মোনঘর মিনি-হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী :***

মোনঘর মিনি হাসপাতালে মোনঘরের শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও মোনঘর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার উপর কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে মোনঘর মেডিকেল টিমের কর্মীরা সপ্তাহে দুইদিন তিনটি পাড়া কেন্দ্রে গিয়ে বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্যবস্থাপত্র, এবং স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের উপর সচেতনতামূলক পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

• ***মোনঘর উচ্চশিক্ষা ঋণ কর্মসূচী :***

এ কর্মসূচীর অধীনে ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক শিক্ষা ঋণ প্রদান করা হয়। এ যাবত এ কর্মসূচীর আওতায় ৪০০ জনেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা ঋণ সহায়তা পেয়েছে। আর্থিক সংকটের কারণে এই কর্মসূচী কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি মোনঘর এবং মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্থা 'দি মোনঘরীন্সের' যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচী পুনরায় চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সুদমুক্ত উচ্চশিক্ষা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। শর্ত অনুসারে, উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর মাসিক হারে তাদের গৃহীত উচ্চশিক্ষা ঋণ পরিশোধ করবে এবং উক্ত পরিশোধিত অর্থ দিয়ে ভবিষ্যতে আরো গরীব-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ঋণের সুযোগ দেওয়া হবে।

• ***মোনঘর তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :***

৩৫টি ডেস্কটপ ও আনুষঙ্গিক সুবিধা সম্বলিত মোনঘরে তথ্য ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এখানে কম্পিউটারের উপর মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

• ***মোনঘর পাঠাগার :***

বৌদ্ধ ধর্ম, শিশুতোষ, শিক্ষা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৫,০০০ হাজারের অধিক বই মোনঘর পাঠাগারে আছে। মোনঘর পাঠাগারটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিষয়ক গবেষণার সূত্র ও তথ্যভান্ডার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

• ***মোনঘর পালি কলেজ :***

এখানে বৌদ্ধধর্ম ও পালি ভাষার উপর ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্স শেখানো করা হয়।

• ***মোনঘর কারিগরী বিদ্যালয় :***

এ স্কুলের মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ-এর উপর কোর্স শেখানো হয়। বর্তমানে তাঁত, সেলাই, বেকারী পণ্য ও কার্পেন্ট্রির উপর কোর্স করানো হয়। ভবিষ্যতে আরো বৃত্তিমূলক কোর্স অন্তর্ভূক্ত করার পরকল্পনা রয়েছে।

• ***মৎস্য, নার্সারী, কৃষি ও বনায়ন কর্মসূচী :***

এগুলি মোনঘরের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প। মোনঘরের নিজস্ব জায়গায় এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ সকল কর্মসূচী ও কার্যক্রমের মাধ্যমে মোনঘর শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে: তাদের সেবা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা; শিক্ষা প্রদান করা এবং সর্বোপরি জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের আলোকে তাদের অধিকার সংক্ষণ করার লক্ষ্যে মোনঘর কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু সুরক্ষা নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

শিশু সুরক্ষা নীতিমালার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মোনঘরে আশ্রিত সকল শিশুর অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে শিশুদের সেবা, ভালবাসা ও স্নেহ দিয়ে তাদের শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে উঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা। একই সাথে তাদেরকে নিপীড়ন, শোষণ, সহিংসতা, বৈষম্য, উত্যক্তকরণসহ যে কোন প্রকার নির্যাতন হতে সুরক্ষা দেওয়া এই নীতির উদ্দেশ্য।

মোনঘর শিশু সুরক্ষা নীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

- মোনঘরের শিশুরা যাতে সেবা, স্নেহ ও ভালবাসা পেয়ে বেড়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করা;
- শিশু নির্যাতনের সমস্যা ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- শিশুদের সাথে কীভাবে কার্যকরভাবে কাজ করা যায় সে ব্যাপারে মোনঘরের কর্মীদেরকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- কোন সময়ে শিশু নির্যাতন ঘটেছে বলে প্রমাণ পেলে অথবা শিশু নির্যাতনের ঘটনা আঁচ করতে পারলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে সে ব্যাপারে পরিস্কার ধারণা দেওয়া।

মোনঘরে শিশুদের সেবা, কল্যাণ ও অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলী ও পরিধি :

এই নীতি মোনঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য। মোনঘরের বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত কর্মী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচীতে যে কোন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল কর্মী এই নীতি মেনে চলতে বাধ্য। এই নীতির আওতায় প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকালে মোনঘরে আশ্রিত সকল শিশুর প্রতি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই শিশু সুরক্ষা নীতিতে যেসকল শর্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেগুলো মেনে চলা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ও তা' নি:শর্তভাবে মানতে বাধ্য।

অনুচ্ছেদ-১ : যেসকল কার্যক্রমের উৎসাহিত করা হবে :

এই নীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে মোনঘর সে সকল কাজের পদ্ধতি, কার্যক্রম ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে যা শিশুদের অধিকার সুরক্ষা করে এবং তাদের ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশে সহায়তা করে যাতে তারা গঠনমূলক সহভাগিতা, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, সহানুভূতিশীল হয়ে অন্যের কথা শোনা ও বোঝা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা - এসব মূল্যবোধ তাদের জীবনে ধারণ করতে পারে।

অনুচ্ছেদ-২ : যেসকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ :

এই শিশু সুরক্ষা নীতির মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মোনঘরে সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ করা গেল এবং সেগুলোর লংঘন হলে ক্ষমার অযোগ্য (zero tolerance) অপরাধ বলে বিবেচিত হবে ;

- নির্যাতন;
- বৈষম্য;
- শিশু শ্রম ও শোষণ;
- সহিংসতা;
- উত্যাক্তকরণ বা সহপাঠী দ্বারা নিপীড়ন।

অনুচ্ছেদ-২.১ : শিশু নির্যাতন :

সকল প্রকার শিশু নির্যাতন মোনঘরে সম্পূভাবে নিষিদ্ধ করা গেল। শিশু নির্যাতন বলতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বুঝাবে:

শারিরীক নির্যাতন বা শারিরীক শাস্তি :

মোনঘরের কোন শিশুকে কোন প্রকারের শারিরীক শাস্তি দেয়া যাবে না। শারিরীক শাস্তি বলতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বুঝাবে:

- প্রহার;
- কোন শিশুকে শারিরীকভাবে প্রহার করা, যেমন মুষ্টি বা হাতের তালু দিয়ে প্রহার করা ইত্যাদি;
- যে কোন ধরনের শারিরীক শাস্তি, যেমন দীর্ঘ সময়ের জন্য এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা অথবা অন্য কোনভাবে অস্বস্থিকর অবস্থায় থাকতে বাধ্য করা (যেমন, বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সচরাচর এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়)

যৌন হয়রানি :

শিশুর প্রতি যৌন হয়রানিমূলক যে কোন ধরনের আচরণ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। শিশুর যৌন হয়রানি বলতে কোন শিশুকে নিয়ে যে কোন ধরনের যৌন কর্মকে বুঝাবে।

অবহেলা :

মোনঘরে আশ্রিত কোন শিশুর প্রতি অবহেলা করা যাবে না; কোন শিশুর স্বাস্থ্য ও তার সামগ্রিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে এমন অবস্থায় তাকে ফেলে রাখা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-২.২ : শিশুর প্রতি বৈষম্য :

জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বিশ্বাস ও অঙ্গহানি ইত্যাদির ভিত্তিতে কোন শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য মোনঘর কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা গেল।

অনুচ্ছেদ-২.৩ : শিশু শ্রম ও শোষণ :

মোনঘর সকল প্রকার শিশু শ্রমসহ শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষণা করছে। মোনঘরের কোন শিশুসহ মোনঘরের বাইরে এর বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সুবিধাভোগীদের কোন শিশুকেও কোন ধরনের শোষণ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-২.৪ : উত্যাক্তকরণ বা সহপাঠী দ্বারা নিপীড়ন :

উত্যক্তকরণ বা সহপাঠী দ্বারা নিপীড়ন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং সেবাদানে নিয়োজিত কোন কর্মীর এমন আচরণ মোনঘরে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা গেল। একইভাবে মোনঘরে সেবাদানে নিয়োজিত সকল কর্মী সজাগ থাকবেন যাতে এক শিশু আরো এক শিশুকে উত্যক্ত বা নিপীড়ন করতে না পারে। সে ধরনের কোন আচরণ পরিলক্ষিত হলে তারা সাথে সাথে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মোনঘর শিশু সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া :

মোনঘরের সকল কর্মী, শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবক, সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য সেবাদানকারী ব্যক্তি - সকলে এই শিশু সুরক্ষা নীতি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। কেউ যদি এই শিশু সুরক্ষা নীতির কোন নিয়ম লংঘন করে থাকেন, তাহলে অপরাধের মাত্রা অনুসারে শাস্তি ভোগ করবেন। এই প্রকারের শাস্তির মধ্যে জরিমানা, মাসিক বেতন হ্রাস, চাকুরী থেকে বরখাস্ত এবং মোনঘর থেকে বিতাড়ন ইত্যাদি হতে পারে। অপরাধের ধরণ ও তীব্রতা অনুসারে মোনঘর কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করতে পারবে।

মোনঘরের নির্বাহী পরিচালক পদাধিকার বলে এই শিশু সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য দায়ী থাকবেন। মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক এই নীতি বাস্তবায়নে একই দায়িত্ব পালন করবেন। এই শিশু সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়নে তদারকির জন্যে মোনঘরের মধ্যে শিশু অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক একজন ন্যায়পাল থাকবেন। তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে মোনঘর কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট সময় সময় প্রতিবেদন পেশ করবেন। মোনঘরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ (যেমন, নির্বাহী পরিচালক) কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট হলে ন্যায়পালের নিকট আবেদন করতে পারবেন এবং ন্যায়পাল তার কাজ করতে গিয়ে মোনঘরের সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য চাইতে পারবেন। এক্ষেত্রে ন্যায়পাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা মতামত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সংশোধন ও পরিবর্তন :

মোনঘর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কমপক্ষে দু'বার বাস্তবায়ন না পর্যন্ত এই শিশু সুরক্ষা নীতির শর্তাবলী বা ধারা সংশোধন করা যাবে না। সংশোধনের প্রয়োজন হলে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হবে।

এই নীতি বাংলায়ও তর্জমা করা হয়েছে যা মূল ইংরেজীর সাথে সমানভাবে নির্ভরযোগ্য পাঠ হিসেবে গণ্য হবে। এই নীতির বাংলা তর্জমা মোনঘরের সকল সেবাদানকারী ব্যক্তিগণের কাছে দেওয়া হবে এবং সকলের অবগতির জন্যে প্রশাসনিক কার্যালয়, বিদ্যালয়, আবাসিক ভবনসমূহ ও মোনঘরের বাইরে প্রকল্প কার্যালয়সমূহে টানিয়ে দেওয়া হবে।